দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

প্রযুক্তি উন্নয়নের আন্দোলন গড়ে তুলুন ঃ খালেদা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনা করে হরতাল-ধর্মঘট প্রশ্নে সকলকে একটা জাতীয় ঐকমত্যে আসার আহবান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি দেশে প্রযুক্তি উন্নয়নে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী রোববার ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিই)-এর চার দিনব্যাপী ৯ম জাতীয় সম্মেলন ও ১৭তম কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধনকালে এই আহবান জানান।

তিনি বলেন, কথায় কথায় ধর্মঘট, হরতাল, তাৎক্ষুর কখনও উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনতে পারে না। হরতাল ধর্মঘট করার আগে দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে। বিবেচনায় আনতে হবে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং শিল্পক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের ইস্যু। কাকরাইলস্থ প্রাঙ্গণে আয়োজিত আইডিই'র ৯ম জাতীয় সম্মেলনের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের সভাপতি শফিউদ্দিন সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নী, বিমান ও

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(৫ পর)

প্রযুক্তি উন্নয়নের আন্দোলন গড়ে তুলুন ঃ খালেদা

...া আবদুল মান্নান, পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ...আইডিই'র বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধিবর্গ। প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন স্থলে পৌঁছুলে তাঁকে ...বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

মঞ্চে উপবেশনের পর প্রধানমন্ত্রী বিপুল করতালির মধ্যে আইডিই'র ৯ম জাতীয় সম্মেলন ও ১৭তম কাউন্সিল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আইডিই'র সাধারণ সম্পাদক এ কে এম এ হামিদ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে বলেন যে পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যান্ডে কর্মবিরতির রেওয়াজ প্রায় উঠে গেছে। জার্মানীর পূর্বাঞ্চলে ৭০ বছর পর সেদিন প্রথমবারের মত ধর্মঘট পালনের খবর পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্মঘট বা হরতাল করা যায় না, সেটা আমরা বলছি না। কিন্তু সেটা হতে হবে শেষ অস্ত্র।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারগণ আন্দোলন, ধর্মঘট ও হরতালের কর্মসূচী পরিহার করে অতিরিক্ত কাজ করার নজীর স্থাপনের চেষ্টা করছেন বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তাদের এই প্রয়াসকে একটি শুভ উদ্যোগ বলে বর্ণনা করেন।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারের অপরিহার্যতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি দেশে প্রযুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলতে আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি আত্মস্থ করতে হবে। গবেষণার ওপর জোর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারগণকে এগিয়ে আসতে তিনি আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে দেশপ্রেম ও প্রযুক্তির সমন্বয়ই অগ্রগতির অন্যতম উপাদান বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, দেশপ্রেম ও প্রযুক্তি থাকলে উন্নয়নের পথে সকল বাধা আপনা-আপনি অপসারিত হয়ে যায়। এর বড় প্রমাণ আজকের উন্নত বিশ্ব। এসব দেশের অধিকাংশেরই সম্পদ বলতে তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু প্রযুক্তি ও পরিশ্রম তাদের নিয়ে গেছে উন্নতির শিখরে।

প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, আমরা যদি প্রযুক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটাতে পারতাম, তাহলে আমাদের এত দারিদ্র্য থাকত না। এত বেকারত্ব থাকত না। আমরা এমন পেছনে পড়ে থাকতাম না।

দেশে প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটানোর আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপ্লব আমাদের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে, উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ঘাটতি ও সিস্টেম লসের কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন, দেশজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এসব ঘাটতি মেটানো যেতে পারে। আজকাল বিকল্প জ্বালানির গবেষণা চলছে। সৌরশক্তি থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটা এবং ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। আমাদের বিশাল বঙ্গোপসাগর রয়েছে। আমরা গ্রামে ছোট ছোট বায়োগ্যাস প্লান্ট বসাতে পারি। এর ফলে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে। কৃষিতে প্রযুক্তি প্রয়োগ হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কর্মসংস্থান হবে এবং দারিদ্র্য দূর হবে। অর্থনীতির অন্যান্য খাতেও এভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সরকার দেশে প্রযুক্তির সুষ্ঠু বিকাশের কর্মসূচী নিয়েছেন। মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাজার অর্থনীতি প্রযুক্তি উন্নয়নের অন্যতম পন্থা।

তিনি আরও বলেন যে প্রচলিত কারিগরি শিক্ষার সংস্কার সাধনের চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। পুরান পুঁথিগত প্রযুক্তি বিদ্যা দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গবেষণাগারে প্রযুক্তি আবদ্ধ থাকলে তা দেশের কোন কাজে লাগবে না। আমরা তাই প্রযুক্তি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার যোগসূত্র স্থাপন করতে চাই। দেশের বিরাজমান সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাই। এ ব্যাপারে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের অভিমত মূল্যবান অবদান রাখবে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ডিপ্লোমা প্রকৌশলিগণকে সরকারের গৃহায়ণ কমিটিতে নেয়া হয়েছে এবং উন্নয়নমূলক অন্যান্য কর্মসূচীতেও তাদের মতামত প্রতিফলনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি এবং বাস্তবায়নের সময় বাস্তব দিক বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প জনগণের কতটুকু উপকারে আসবে তা দেখতে হবে। আমরা আমাদের কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় করতে পারি না। দেশ ও জনগণের প্রতি আন্তরিক থাকতে এবং একজন প্রকৌশলী ও চিকিৎসক জনগণের কতটুকু উপকার করতে পারছেন তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে তিনি আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের বড় কথা জবাবদিহিতা। একজন প্রকৌশলী ও একজন চিকিৎসক তৈরি করতে সরকারী কোষাগার থেকে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়। জনগণই এই টাকা যোগান দেয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স একটি গণমুখী সংগঠন এবং এই সংগঠনের কর্মকর্তাদের বক্তব্যে দেশের উন্নয়নের আগ্রহ ফুটে উঠেছে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউটের জন্য প্রধানমন্ত্রী ৩০ লাখ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে গত ২৩ মার্চ একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইডিই'র উন্নয়নমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন যে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে সবাইকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে হবে। কেবল সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে কাংক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হবে না।

এর আগে আইডিই'র সভাপতি শফিউদ্দিন সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক এ কে এম এ হামিদ তাদের স্বাগত ভাষণে দেশের জনগণের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে জাতীয় উন্নয়নে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ, চট্টগ্রামের রাউজানে প্রস্তাবিত ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জেনারেটর স্থাপনের পরিবর্তে জামালপুর সার কারখানা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাটের শিল্পাঞ্চলে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সেই জেনারেটরটি টাঙ্গাইলের ভূয়াপুর যমুনা সেতুর পূর্বপ্রান্তে স্থাপন, দেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে, বিশেষ করে জনসংখ্যা সমস্যা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, দু'হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের প্রস্তাব ও সুপারিশ বিবেচনা করতে আহবান জানান।

আজ সকাল ১১টায় পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে জাতীয় উন্নয়নঃ রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও পেশাজীবীদের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ। বিশেষ অতিথি থাকবেন বিরোধীদলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ ও রাশেদ খান মেনন এমপি।